৫ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ shaptahik2000@hotmail.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

ভাষার জন্য বাঙালির রক্তস্নাত মাস ফেব্রুয়ারি। '৫২-র এ মাসে বাংলার দামাল ছেলেরা মায়ের ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য, হাজার বছরের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যধারা বজায় রাখতে বুকের তাজা রক্ত রাজপথে ঢেলে দিয়েছিল। অর্জন করেছিল দাবি আদায়ের ইস্পাত কঠিন ঐক্য। সেদিন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক বাধ্য হয়েছিল বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। সেই সংগ্রাম জন্ম দিল মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বাঙালি জাতীয়তাবাদের। যা পূর্বে ছিল বাঙালির হৃদয়ে। '৫২-র ভাষা আন্দোলনের কন্টকাকীর্ণ সর্পিল পথ ধরে এসেছে '৫৪-র যুক্তফ্রন্টের বিজয়। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। এ কারণে ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির দৃপ্ত শপথের দিন। মাথা নত না করার দিন।

বাঙালির অর্জন একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা পেয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই ইউনেস্কোর উদ্যোগে পালিত হচ্ছে মাতৃভাষা দিবস। এ অর্জন বাঙালি হিসেবে আমাদের সকলের।

এমন মহৎ অর্জনের পরও আজ একুশের চেতনা ক্রমেই রাষ্ট্র, সমাজ থেকে হারাতে বসেছে। এখনো সর্বত্র বাংলা ভাষা চালু করার দাবি পূরণ হয়নি। আমাদের দেশের আদিবাসী তাদের ভাষার দাবির স্বীকৃতি পায়নি। সংকীর্ণতা, কুপমন্ডুকতা ক্রমেই আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তিকে আচ্ছাদিত করে ফেলছে। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন শহীদ মিনারে শুধু ফুল দিয়েই দায়িত্ব শেষ করার প্রবণতা কাজ করছে। আজকের এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একুশের চেতনায় আবার শাণিত হওয়া। চেতনার সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া।

সারা বিশ্ব এখন ভুগছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জ্বরে। দীর্ঘ চার বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে ৮ ফেব্রুয়ারি বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপের সূচনা হয়। উদ্বোধনী ম্যাচেই শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় লারা বাহিনীর ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে এবারের বিশ্বকাপে বেশ বেকায়দায় আছে দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশ। পাকিস্তান, ভারত আর বাংলাদেশ। উপমহাদেশের দুই পরাশক্তি ধরাশায়ী হয়েছে অসিদের কাছে। দুর্বল প্রতিপক্ষ হল্যান্ডের কাছে জিততেও ভারতকে বেগ পেতে হয়েছে। অধিনায়ক সনৎ জয়সুরিয়া, মুত্তিয়া মুরলিধরন ফর্মে থাকায় ভালো পজিশনে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। তবে সবচেয়ে করুণ হাল বাংলাদেশের। প্রথম খেলায় দুর্বল প্রতিপক্ষ কানাডার কাছে বাংলাদেশ সহজে হার মেনেছে। শ্রীলঙ্কার ভাস প্রথম ওভারেই চারটি উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটের দৈন্যদশা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। তবে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে তুলনামূলক বাংলাদেশ ভালো খেলেছে। রাজনীতির কারণে ক্রমেই মার খাচ্ছে উপমহাদেশের ক্রিকেট। বিশ্বকাপে দল নির্বাচন, প্রশিক্ষণ সর্বত্র চলে রাজনীতির খেলা। উপমহাদেশের ক্রিকেটের করুণ হাল দেখে আশাহত দেড়শ' কোটি ক্রিকেটপ্রেমী জনতা। সার্বিক টিমের পারফরমেন্স দেখে লজ্জিত এদেশের মানুষ। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষার এদেশগুলোর গর্ব ক্রিকেট। সাধারণ মানুষ আশা করে এ বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টেই দলগুলো আবার ঘুরে দাঁড়াবে। খেলোয়াড়রা দেশের জনগণের আশার প্রতি দেখাবে সম্মান।

প্রচ্ছদের ছবি : **এএফপি**